ইউনিট ৪

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমিতে অবিভক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী এবং নমনীয় প্রমোশন নীতি।

ভূমিকা

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৮৬ সালে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে অবিভক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় এবং নমনীয় প্রমোশন নীতি চালু করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থা এখনও বহাল রয়েছে।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেখা গেল যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুর সংখ্যা বাড়ছে। তবে এও দেখা গেল যে এদের বিরাট একটি অংশ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতেই বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে। ফলে অধিক সংখ্যায় শিশুদের পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষজ্ঞগণ পরিস্থিতি বিশে- ষণ করে এর দুটি কারণ চিহ্নিত করেন:

১. সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় ক্রমশ অধিক সংখ্যায় শিশুরা অসুবিধাগ্রস্থ পরিবার থেকে বিদ্যালয়ে আসছে। বিদ্যালয়ের পড়া লেখা চালিয়ে যাওয়ার মত যথাযথ পূর্ব-প্রস্তুতি এদের নেই। প্রথম শ্রেণীর আনুষ্ঠানিক পঠন-পাঠনের সাথে তারা নিজেদের সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। এই নাজুক অবস্থায় পড়ে বিপুল সংখ্যায় শিশুরা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করছে।

২. বিদ্যালয়ের কঠোর পরীক্ষা সম্পর্কে শিশু মনে ভীতির সঞ্চার এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার কারণেও শিশুরা কিছু সংখ্যায় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে ঝরে পড়ছে।

উদ্ভূত এহেন পরিস্থিতিতে শিশুরা যাতে-

- বিদ্যালয়ের বাস্তব পরিবেশে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পায়,
- আনুষ্ঠানিক পঠন-পাঠন শিশুদের পূর্ব-প্রস্তুতির ঘাটতি অনেকখানি পূরণ করতে পারে,
- কোন রকম পরীক্ষা ভীতির সঞ্চার না হয়, এবং
- এ সকল কারণে বিদ্যালয় পরিত্যাগ না করে-তৎজন্য অবিভক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী এবং নমনীয় প্রমোশন নীতি চালু করা হয়।

অবিভক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী এবং নমনীয় প্রমোশন নীতি বিষয়ক ধারণাগুলো সহজভাবে ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরার জন্য বর্তমান ইউনিটকে দুটি পাঠে উপস্থাপন করা হল:

পাঠ- ৪.১:	অবিভক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ধারণা, এ ধারণা প্রবর্তনের যৌক্তিকতা ও সুবিধা
পাঠ- ৪.২:	অবিভক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী, নমনীয় প্রমোশন নীতি এবং এ নীতি বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা

পাঠ ৪.১ অবিভক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ধারণা, এ ধারণা প্রবর্তনের যৌক্তিকতা ও সুবিধা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অবিভক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অবিভক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ধারণা প্রবর্তনের যুক্তিসমূহ বিবৃত করতে পারবেন।
- অবিভক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী প্রবর্তনের সুবিধাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

অবিভক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ধারণা

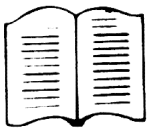

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী শ্রেণীতে প্রমোশন দেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন দেওয়ার জন্যও একই রীতি অনুসৃত হত। নমনীয় প্রমোশন পদ্ধতি চালু করার ফলে এই রীতি পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন থেকে যে সকল ছেলেমেয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হবে তাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ঃ প্রমোশন দেওয়ার জন্য প্রথম শ্রেণীর শেষে অনুষ্ঠিত বার্ষিক পরীক্ষাকে আর মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা হবে না। বরং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীকে নবম ও দশম শ্রেণীর মত একটি একক ধরে প্রথম শ্রেণীতে আগত সকল শিশুকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, প্রথম শ্রেণীতে কোন পরীক্ষা বা মূল্যায়ন পদ্ধতি থাকবে না কিংবা প্রথম শ্রেণীতে পড়ালেখা না শিখিয়েই শিশুদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে শিশুর অগ্রগতির রেকর্ড সংরক্ষণ করে পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য যথাযথ নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তাদেরকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে।

অবিভক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ধারণা প্রবর্তনের যৌক্তিকতা

প্রথম শ্রেণীতে বিদ্যালয়ে এসে শিশু আনুষ্ঠানিক পাঠ শুরু করে। পড়ালেখা শুরু করতে যেয়ে সে নানাবিধসমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তা কাটিয়ে উঠতে তার সময় লাগে। বিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষক সকলেই তার অপরিচিত। বাড়িতে তারা মাত্র কয়েকজন ভাইবোন। কিন্তু বিদ্যালয়ে একই শ্রেণীতে অনেক ছেলেমেয়ে। এত দিন বাড়িতে সে স্বাধীনভাবে খেলাধুলা করত বিদ্যালয়ে আসা মাত্র তার সেই স্বাধীনতা খর্ব হতে থাকে। শিক্ষকের আদেশ নিষেধ মানতে হয়। এখানে যা খুশি তা করা যায় না।মানসিকভাবে এই পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে তার সময় লাগে।

দ্বিতীয়তঃ পড়ালেখা শেখার প্রয়োজনীয়তা, পরীক্ষার গুরুত্ব, কেমন করে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে হয় এসব কথা বুঝতে শিশুর সময় লাগে।

তৃতীয়তঃ যে কোন নতুন কাজের শুরুতে অগ্রগতির ধারা শ্লথ হয়। পড়ালেখা শুরু করা শিশুর জন্য কেবল নতুন নয়, কঠিনও বটে। এজন্য শুরুতে অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীতে একটু ধৈর্য ধরে কিছু দিন সময় দিয়ে একবার আরম্ভ করিয়ে দিতে পারলে আশা করা যায় ভবিষ্যতে তার পাঠের অগ্রগতি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকবে। দশটি বিদ্যালয়েপরিচালিত সমীক্ষার মাধ্যমেও এ সত্য পরিস্ফুট

হয়েছে। এ সকল কারণে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীকে ওপরের শ্রেণীগুলোর মত পৃথক পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্রেণী না ধরে দুটিকে একত্রে একটি অবিভক্ত শ্রেণী হিসেবে বিবেচনা করলে শিশু লেখাপড়া শুরু করতে গিয়ে প্রারম্ভিকভাবে যে সকল বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয় তা কাটিয়ে ওঠার মত প্রয়োজনীয় সময় পাবে। সুতরাং বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন দেওয়ার প্রচলিত রীতি পরিবর্তন করে তাদেরকে সরাসরি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়াই বাঞ্জনীয়। তাহলে সে নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে পড়ালেখায় দক্ষতা অর্জন করে বিদ্যালয়ে টিকে থাকার মত যথেষ্ট সময় পাবে।

অবিভক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ধারণা প্রবর্তনের সুবিধাসমূহ

১. বিদ্যালয়ের নতুন পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পর্যাপ্ত সময় পায়।

২. বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে পরিচিত হওয়ার ও রপ্ত করার সুযোগ পায়।

৩. বিদ্যালয়ের কর্মকান্ডে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের প্রবল আকাঙ্খা জাগ্রত হয়, অংশগ্রহণে আগ্রহী হয় এবং পরিণামে বিদ্যালয়ের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

৪. নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে হাজির হওয়ার প্রেরণা জাগে।

৫. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ বাড়ে।

৬. শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী সনাক্ত করতে পারেন এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের দীর্ঘ দিনের সাহচর্যের ফলে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করার সুযোগ পায়।

৭. শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত সাহায্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে নিতে পারার সুযোগ পায়।

৮. সমস্যামূলক শিক্ষার্থীকে শনাক্ত করে তার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সমর্থ হন।

৯. শিক্ষার্থীর পরীক্ষাভীতি দূরীকরণে অবিভক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. কোন কোন কারণে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীকে পৃথক পৃথক শ্রেণী হিসেবে না ধরে একটি শ্রেণী হিসেবে বিবেচনা করা হবে?
ক. পরীক্ষাভীতি দূর করার জন্য
খ. বিদ্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া
গ. পাঠ শুরুর প্রারম্ভিক পর্যায়ে শিখন ধীরগতিতে চলে বিধায় শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়ে।
ঘ. শিক্ষকভীতি

২। নমনীয় প্রমোশন নীতির সুবিধা কয়টি?
ক. ১২টি
খ. ৯টি
গ. ৬টি
ঘ. ৩টি।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অবিভক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ধারণা প্রবর্তনের যৌক্তিকতা কি কি?
২. অবিভক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ধারণা প্রবর্তনের সুবিধা কি কি?

পাঠ ৪.২ অবিভক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী, নমনীয় প্রমোশন নীতি এবং এ নীতি বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নমনীয় প্রমোশন নীতি প্রবর্তনের সুবিধাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নমনীয় প্রমোশন নীতি প্রবর্তনে শিক্ষার গুণগত মান কিভাবে সংরক্ষণ করা যাবে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- নমনীয় প্রমোশন নীতি বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন।

নমনীয় প্রমোশনীতির সুবিধা

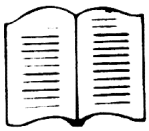

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবসায় প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়া লেখা শুরু করতে হয়। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে বর্তমানে অধিকাংশ শিক্ষার্থী অসুবিধাগ্রস্থ সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশে এসব শিক্ষার্থী পূর্ব প্রস্তুতিমূলক শিক্ষার কোন সুযোগ নেই। ফলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় বিদ্যালয়ের নিয়ম কানুন, পাঠগ্রহন ইত্যাদি তাদের স্বাভাবিক শিখন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। এর ফলে তারা শিখনে পিছিয়ে পড়ে। তাদের এ শিখন ঘাটতির পূরণ এবং বিদ্যালয়ে টিকে থাকার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন তা রপ্ত হতে না হতেই পরীক্ষা এসে পড়ে। এসব কারণে বিদ্যালয়ের প্রতি তাদের ভীতি জন্মে। পরিণামে তারা পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং বিদ্যালয় ত্যাগের মাধ্যমে এর পরিণতি ঘটে। এহেন অবস্থা থেকে উত্তরণের অন্যতম কৌশল হিসেবে নমনীয় প্রমোশন নীতি প্রবর্তন করা হয়েছে। আশা করা হয়েছিল যে অবিভক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী এবং নমনীয় প্রমোশন নীতি এ দুইয়ের যুগপৎ উদ্যোগের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার নিম্নোক্ত সুবিধাগুলো অর্জন করা যাবে:

- অসুবিধাগ্রস্ত পরিবার থেকে আগত শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সময়ের দরকার হয়। এই খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্যই তাকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া।
- বিদ্যালয়ে তার নিজস্ব গতিতে তাকে চলতে দিয়ে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করিয়ে বিদ্যালয়ের প্রতি তাকে আকর্ষণীয় করা।
- শিক্ষার্থীর মন থেকে পরীক্ষাভীতি দূরীকরণের জন্য প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তরণের জন্য যেসব পরীক্ষা ছিল সেগুলো উঠিয়ে দিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীকে একটি অবিভক্ত শ্রেণী হিসেবে গণ্য করা।
- আমরা সকলেই জানি যে কোন কাজের প্রারম্ভিক পর্যায়ে গতি মন্থর থাকে। সময় বয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর শিখনগতি বৃদ্ধি পায় ফলে দুই বছরের জন্য নির্ধারিত শিক্ষাক্রম আয়ত্ত করার সময় ও সুযোগ পায়।

নমনীয় প্রমোশন নীতি প্রবর্তনের শিক্ষার গুণগত মান সংরক্ষণ

নমনীয় প্রমোশন নীতি প্রবর্তনের ফলে আবহমান কাল ধরে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথম শ্রেণী শেষে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন দান তথা শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতি মাত্রা নিরুপনের জন্য বিভিন্ন সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হত সেগুলো বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে প্রশ্ন হল শিক্ষার্থীরা কি না শিখেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে চলে যাবে? আর যদি এরূপ হয় তাহলে তো শিক্ষার ক্ষেত্রে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয়ে যাবে। নমনীয় প্রমোশন নীতি নিম্নোক্ত দিকের মান সংরক্ষণ করবে:

- নমনীয় প্রমোশন নীতি এমন যা এর প্রভাবমুক্ত থাকে।
- শিখনের ক্রমপুঞ্জিত ঘাটতি যেন শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় ত্যাগের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।
- তাৎক্ষণিক শিখন ঘাটতি সনাক্ত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পুরোপুরি শিখন নিশ্চিত করা যায়।

এসব অসুবিধা থেকে উত্তরণের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে।

শিক্ষকের ভূমিকা

কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই শিক্ষকের চেয়ে উত্তম নয়। তাই নমনীয় প্রমোশন নীতি বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য নিচের প্রধান প্রধান বিষয়ে শিক্ষককে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। পাঠদানে প্রয়োগ এবং স্ব-কর্মমূল্যায়নের মাধ্যমে তা সংশোধনকরণ।

- নমনীয় প্রমোশন নীতি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন ধারণাগত দিকে নিজের কাজের স্বচ্ছকরণ, প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি এবং এর যথার্থ প্রয়োগকরণ।
- নমনীয় প্রমোশন নীতি প্রবর্তনের যুক্তিগুলো জানা ,বুঝা এবং এর সফল বাস্তবায়নে নিজকে প্রস্তুত করা।
- নমনীয় প্রমোশন নীতির সফল বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় কি সুফল বয়ে আনবে তা জানা, প্রয়োগ করা এবং অন্যান্য সহকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করা।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের তাৎপর্য কলাকৌশল জানা এবং নির্ভূলভাবে মূল্যায়ন ফলাফল সঙ্গে সংগে সংরক্ষণ করা।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি চিহ্নিত করে তা নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে পুরোপুরি শিখন নিশ্চিত করা।
- এতদসংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনা পাঠ করে তা প্রচার করা, প্রয়োজনে সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে নিজের দুর্বলতা শনাক্ত করা এবং তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদন করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. নমনীয় প্রমোশন নীতি প্রর্বতনের সুবিধাগুলো লিখুন।
২. নমনীয় প্রমোশন নীতির মাধ্যমে কিভাবে শিক্ষার গুণগত মান সংরক্ষণ করা যায় তা সংক্ষেপে উলে- খ করুন।
৩. নমনীয় প্রমোশন নীতি বাস্তবায়নে শিক্ষকের প্রধান প্রধান ভূমিকা কি?
৪. নমনীয় প্রমোশন নীতি বাস্তবায়নে দৃষ্টিভঙ্গির গঠনমূলক দিকগুলো কি?